শ্রীরাম-নবমী।

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১২৯৯ সাল।

প্রীতি-উপহার !

প্রীতি-নিকেতন জানু !

বিগত বৎসর মাঘ মাসে পরস্পরের পরামর্শমতে শ্রীরাম-নবমী প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া দুরদৃষ্টবশতঃ কোন বিশেষ কারণে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাই। শোকসন্তপ্ত অন্তর কিছুতেই শান্ত করিতে না পারায়, পুস্তকখানির অবশিষ্টাংশ লিখিবার জন্য তোমায় অনুরোধ করি। বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখে আমার পীড়িত-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া যখন তুমি পূর্ণাবয়বে পুস্তকখানি পাঠ করিলে, তখন হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপভোগ করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় সেই চিত্তপ্রফুল্লতাতেই ক্রমশঃ আমি সুস্থ হইলাম। বস্তুতঃ বলিতে গেলে, তুমিই আমার হৃদি ব্যাধির প্রধান চিকিৎ-সক। সেই চিকিৎসার তুল্য মূল্য আমার আর কিছুই নাই—এই লও—ধর, শ্রীরাম-নবমী তোমাকেই দিলাম। দীন আত্মীয়ের এই হীন উপহারটী গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী কর।

কলিকাতা,
৩রা পৌষ ১২৯৯।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুঞ্জবিহারী—

শ্রীরাম-নবমী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—অরণ্যপার্শ্ব।

(ব্যাধগণ)

সোঁ সোঁ সোঁ, সোঁ সোঁ সোঁ, উঠলো বেজায় ঝড়।
সামনে খুঁটি চ'রে ছুটি, ঐ শোন বাজ কড়্‌কড়্‌ কড়্‌।
আড়ালে দাঁড়ালে পরাণ পাই, আঁধারে দুধারে পথটা নাই,
গগন ঢেকে, ফিরছে মেঘে, ঐ এল জল তড়্‌ তড়্‌ তড়্‌।
সামাল সামাল, হ'য়ে খামাল, ঐ পড়ে ডাল মড়্‌ মড়্‌ মড়্‌।

[সকলের প্রস্থান।

(দশরথ ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। হাঁ মহারাজ, আমি কাপুরুষ আপনি বীরপুরুষ! তা এ কাপুরুষকে নিয়ে আর টান পাড়াপাড়ি কচ্ছেন কেন?

দশ। বয়স্য, দেখ কেমন সুন্দর বর্ষা।

বিদূ। আজ্ঞে, আপনার বয়স্যের দিকও ফরসা, তবে কেমন করে আর বাঁধি ভরসা; তাতে আবার তূণীর-পোরা বাণ আর হাতে দেখছি বর্ষা!

দশ। তাতে বন্যজন্তুরই ভীতি হওয়া সম্ভব, তোমার ভয়ের কারণ কি?

বিদূ। আজ্ঞে, কারণ না থাকলে কি আর বলি? এই টানাটানি কচ্ছেন, যদি অন্ধকারে তাল ফস্‌কে ফস্ করে আমার গায়েই বসে যায়, তাহলেই আমার দফা রফা! আর রাত্রেই বা আপনার মৃগয়ার সাধ উঠলো কেন মহারাজ?

দশ। আমার শব্দবেধী বাণের অব্যর্থতা পরীক্ষার্থে এই রাত্রে মৃগয়া। বয়স্য, দেখ দেখ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘরাজি গর্ব্ব-ভরে কেমন নভস্তলে বিরাজিত রয়েছে। প্রবল পবন যেন রণ-আশায় বিশাল তাল তমালাদি বৃক্ষের উপর বিক্রম প্রকাশ করছে। মধ্যে মধ্যে পলকে-প্রলয়কারী দীপ্তি প্রকাশ করে বিজলী নৃত্য করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশাভ্যন্তরে মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হচ্ছে, যেন বোধ হচ্ছে বিদ্যুৎরূপ সুবর্ণ-কশাঘাতে ব্যথিত হয়ে আকাশ রোদন করছে।

বিদূ। মহারাজ, আপনার ঐ বর্ণনাকশাঘাতে এ অধমের হৃদয়াকাশ ব্যথিত হয়ে গুরু গুরু গর্জ্জন করছে। অতএব ক্ষমা করুন, আর কেন বৃথা কষ্ট দিচ্ছেন?

দশ। বয়স্য, শীকার গমনে কষ্ট অনুভবের কোন কারণ নাই। দেখ দেখি, আমার হৃদয় কেমন উৎফুল্ল রয়েছে। আমার সঙ্গে বনমধ্যে চল, মৃগ মহিষ মাতঙ্গাদি শীকার করে তোমার প্রীতিসাধন করবো।

বিদূ। আজ্ঞে, নাম শুনেই আমার চক্ষু কপালে উঠেছে, দেখলে কপালে যে কি উঠবে তাতো বলতে পারিনি। মহা-রাজ! ঐ একটা কিসের শব্দ হ'ল? না মহারাজ, আমি আর অগ্রসর হতে পাল্লেম না, কৃপা করে আমাকে পরিত্রাণ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করুন।

দশ। বয়স্য, আজ তোমায় এত চঞ্চল দেখছি কেন? কিসের ভয়? চল না মৃগয়ায় যাই।

বিদূ। আর মহারাজ মৃগয়া! গরিব ব্রাহ্মণের যেরূপ নাড়ীর গতিক দাঁড়িয়েছে, তাতে মৃগয়ায় যত হোক আর নাই হোক, গয়ায় বা যেতে হয়।

দশ। ভীরু! তবে তুমি শিবিরে প্রতিগমন কর। আমি নিবিড় বনাভিমুখে অগ্রসর হলেম।

[প্রস্থান।

বিদূ। ওতো নিবিড়বনের দিকে অগ্রসর হওয়া নয়, সাক্ষাৎ যম-ভবনের দিকে গমন করা! বাবা—এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম! কিন্তু মহারাজ একাকী গেলেন, সেটা কি ভাল হ'ল? যাব নাকি? গিয়ে একটু সাহায্য করবো? তাইতো, আমার অস্ত্র-শস্ত্র সব গেল কোথা? তবে শিবিরে প্রত্যাগমনই শ্রেয়ঃ দেখছি। অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই মহারাজের সহায় হতে পারতেম, আর তাহ'লে কাপুরুষ নামটাও জন্মের মত ঘোচাতেম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম-কুটীর।

(অন্ধমুনি ও মুনি-পত্নী আসীন; সিন্ধু নিদ্রিত)

মুনি। পত্নি! এই ঘোর বনে সিন্ধুই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—এই নিবিড় অন্ধকারে সিন্ধুই আমাদের একমাত্র উজ্জ্বল আলোক-রেখা—এই ভীষণ সংসার-মরুভূমে সিন্ধুই আমাদের একমাত্র জলবিন্দু। এই হতভাগ্যদের জন্য শিশুর কোমল

শরীর কত ব্যথাই পাচ্ছে! সিন্ধুর সে কষ্ট—সে ব্যথা—তার পিতামাতা অনায়াসে সহ্য করছে!

মুনি-পত্নী। স্বামিন্! সিন্ধু আমার দরিদ্র অঞ্চলের অমূল্য-নিধি। জন্ম জন্মান্তরে না জানি কত পুণ্য করেছি—তাই এ জন্মে সিন্ধু হেন শীতল রত্ন কণ্ঠে ধারণ করছি। স্বামিন্! সিন্ধুর কষ্টের কথা সব মনে হ'লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়!

মুনি। পত্নি! রজনী প্রভাত হ'তে আর কত বিলম্ব? তৃষ্ণায় যে আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু আরতো সহ্য করতে পারছিনি।

মুনি-পত্নী। আমি সিন্ধুকে ডেকে এখনি জিজ্ঞাসা করছি আশ্রমের নিকটে জলাশয় আছে কি না।—সিন্ধু! সিন্ধু!

সিন্ধু। মা! মা! কি হয়েছে? আমায় ডাকছো কেন মা? এই গভীর নিশীথে এখনো তোমরা নিদ্রা যাওনি?

মুনি। বৎস! তৃষায় অত্যন্ত কাতর হয়েছি বলেই তোমায় আহ্বান করলেম।

মুনি-পত্নী। সিন্ধু! এই রজনী প্রভাত হ'লে সরোবর হতে একটু জল এনে দিয়ে তোমার পিতার পিপাসা নিবারণ কোরো। এখন তুমি আবার নিদ্রা যাও।

সিন্ধু। মাগো! শক্তি থাকতে যে পুত্র পিতামাতার কষ্ট নিবারণে যত্ন না করে, সে কি পুত্রনামের যোগ্য? আর সে পুত্রের প্রয়োজনই বা কি? মা! আমি এখনি জল এনে দিয়ে পিতার দারুণ পিপাসা শান্ত করছি।

মুনি-পত্নী। না বাছা, এখন তোর গিয়ে কাজ নাই। রাত্রি প্রভাত হ'লে তবে তুই যাস্।

মুনি। বৎসরে! তোমা হেন পুত্রধনে যে ধনবান্ তার পক্ষে এই পর্ণ-কুটীরই রাজপ্রাসাদ।—সিন্ধু! আমার বোধ হচ্ছে— বাহিরে যেন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন তুমি নিদ্রা যাও; আমি যখন এতক্ষণ কষ্ট সহ্য করতে পেরেছি, আর কিয়ৎকালও অনায়াসে সহ্য করতে পারবো।

মুনি-পত্নী। না বাছা, এই দুর্য্যোগে ঘোর রাত্রে তোকে কিছুতেই যেতে দেব না।

গীত।

সিন্ধু।— মাগো! মানা কোরোনা কোরোনা।
পিতার পিপাসা দেখে, বড় ব্যথা বাজে বুকে,
কেমনে গমনে আমি বিমনে গো থাকিমা॥

মুনি-পত্নী।— শ্বাপদ-পূরিত-কানন-মাঝে,
বিকট বিপদ কত সতত বিরাজে,
বক্ষে প্রহারিয়া ভীষণ বাজে, যেওনা বাছা কভু যেওনা।

সিন্ধু — পিতামাতা-সেবা তরে, সিন্ধু থাকে অকাতরে,
তরে সে বিপদ-সিন্ধু, বিন্দুমাত্র ডরে না।

মুনি-পত্নী।— চঞ্চল হ'য়োনারে অঞ্চলনিধি,
শঙ্কার অঙ্কে দোলে মম হৃদি,
নিতান্ত মনন যদি করিতে তৃষান্ত, নিশান্তে পূরিও বাসনা॥

সিন্ধু।— বিলম্বে বাড়িবে ব্যথা, রহিতে না পারি হেথা,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা, মোর তরে ভেবনা।

[সিন্ধুর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় বন।

(দশরথ)

দশ। কি নিবিড় বন! অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হচ্ছে না। উপরে, নীচে, পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকেই ঘোর অন্ধকার! অন্ধকার-শ্রেণীর মধ্যে আমি একাকী। বনজন্তুর পদশব্দও তো শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। তবে কি বৃথায় এত কষ্ট স্বীকার করে শীকারে বহির্গত হয়েছি? না, কিছুতেই নিবৃত্ত হয়ে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হব না।— এ কি! কিসের শব্দ? বোধ হয় অদূরস্থ সরোবরে জলপানার্থ কোন মাতঙ্গম আগমন করেছে, এ তাহারি শব্দ: যাই হোক, অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে আমার অব্যর্থ শব্দবেধী বাণ প্রয়োগ করি। (বাণ নিক্ষেপ) কৈ, আর তো শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্ছে না! তবে আমার সন্ধান ব্যর্থ হয়নি।—ওকি? কোথা হতে কে যেন অস্ফুটস্বরে রোদন করছে, না? এ রোদনের কারণ অবগত হবার জন্য চিত্ত কম্পিত হচ্ছে, শব্দানুসরণ করে শীঘ্র সেই স্থানে গমন করি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সরযূ-তীর।

(সিন্ধু পতিত)

সিন্ধু। হায়! কে এ দারুণ শর এই নিরীহ শিশুর বক্ষে বিদ্ধ কল্লে? আমি তপস্বী, রাত্রিতে জল আনবার জন্য এস্থানে এসেছি, কে আমায় শস্ত্রাঘাত করে আমায় বারি নিয়ে যেতে

বাধা দিলে ? মনুষ্যমাংসে কারই বা প্রয়োজন ? আমাকে মারলে তার ইষ্টাপত্তিই বা কি হতে পারে ? হায় ! আমার নিজের নিধন জন্য আমি কিছুমাত্র কাতর নই ; জন্মগ্রহণ কল্লেই মৃত্যু সুনিশ্চয়। কিন্তু আমার সেই অন্ধ বৃদ্ধ পিতামাতা—ওহো ! যাঁদের আমি একমাত্র সম্বল—যাঁদের আমি একমাত্র ভরসাস্থল—যাঁদের আমি হৃদয়মণি কণ্ঠহার—আমাকে না দেখতে পেলে যাঁরা পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন—যাঁরা এই বিজনবিপিনে একমাত্র আমার জন্য জীবনধারণ করে আছেন—কে আজ নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে সেই নিরীহ প্রাণীদুটির প্রাণ নিহত কল্লে ?

(বেগে দশরথের প্রবেশ)

দশ। হায় হায় ! একি হ'ল ! পশুভ্রমে আজ আমি ব্রহ্মহত্যা কল্লেম ! (শুশ্রূষাকরণ)

সিন্ধু। আপনি কে ?

দশ। আমি মহাপাপী ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার। আমার মত পাষণ্ড ত্রিজগতে আর কেউ নাই।

সিন্ধু। মহাশয় ! এ বালকের অন্তিমকালে আত্মপরিচয় দিন।

দশ। ঋষিকুমার ! আমি অযোধ্যার হতভাগ্য দশরথ—আমি সূর্য্যকুলের কুলাঙ্গার দশরথ।

সিন্ধু। রাজন্ ! আমি বনে বাস করি, লোকালয়ের কোন সম্পর্কই রাখি না। আমি আপনার কি অপকার করেছিলেম যে আপনি আমাকে এই শস্ত্রাঘাত কল্লেন ? মহারাজ ! আমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতার আমি একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব। আমি তাঁদের তৃষ্ণার জল নিয়ে যাব এই আশায় আমার আগমন

প্রতীক্ষা করছেন। হায় মহারাজ! এমন সময়ে কেন আপনি আমার জীবনপথ রুদ্ধ কল্লেন?—মহারাজ! বুক গেল!

দশ। হা নিষ্ঠুর দশরথ! দুরন্ত ঘাতুকের ন্যায় তুই আজ কি কাজ কল্লি?—ঋষিশিশু! জলপান করবে কি?

সিন্ধু। মহারাজ! তৃষাতুর পিতামাতা আমার জলবিনা মৃতপ্রায়, আর আপনি আমাকে জলপান করতে বলছেন? পিতামাতাকে তৃষ্ণায় জল দিতে পাল্লেম না—জীবনের এ অন্তিম সময়ে আর জলপান করবো না—মহারাজ! বড় যন্ত্রণা—বড় কষ্ট—উঃ বুক গেলরে!—মহারাজ! এক বাণে আজ তুমি তিনটী প্রাণ সংহার কল্লে!

দশ। হায় হায়! আহা, শিশু ক্রমেই যে অবসন্ন হয়ে এল। হায় হায়! কি কল্লেম রে কি কল্লেম। নিরীহ ঋষিকুমারকে বধ কল্লেম। ধিক্ ঋষিঘাতী দশরথ!

সিন্ধু। উঃ যাতনায় প্রাণ যায়, শীঘ্র বক্ষ হতে শল্য মুক্ত করুন।

দশ। হায়! কিরূপে আমি শল্য উদ্ধার করি। তাহ'লে শিশুর জীবনের তো আর কোন আশাই থাকবে না।

সিন্ধু। মহারাজ! এ মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারিনি। হায়রে! আমার অন্ধ পিতামাতা কোথায় রইলেন! আমি যে হেথায় এ অবস্থায় পড়ে আছি তাতো তাঁরা জানেন না। আর জানলেই বা কি করবেন? তাঁরা নিজে অন্ধ, চলৎশক্তিরহিত। হায়! বৃক্ষ ভগ্ন হয়ে পড়লে অন্য বৃক্ষ যেমন শক্তিবিহীন বলে তার সাহায্য করতে পারে না, তেমনি সেই বৃদ্ধ পিতামাতা হ'তেই বা আমার সাহায্য-সম্ভাবনা কোথায়?

দশ। ঋষিপুত্র! আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমার তিল-মাত্র সাহায্য করতে পারি, তাতে আমি এখনি প্রস্তুত। কি করবো বল।

সিন্ধু। মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনার আর কোন সাহায্যপ্রার্থী নই, কেবল এইমাত্র অনুরোধ যে আপনি সত্বর স্বয়ং গমন করে পিতামাতাকে এই ঘটনার সংবাদ দিন। অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হয়ে বন দগ্ধ করে—দেখো মহারাজ! তিনিও তেমনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে যেন আপনাকে শাপাগ্নিতে দগ্ধ না করেন। ঐ পথ দিয়ে গেলেই তাঁর আশ্রম দেখতে পাবেন।—বড় যন্ত্রণা—মহারাজ! একটী শেষ ভিক্ষা, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় একটু জল নিয়ে যাবেন। তাঁকে বলবেন যে তাঁদের হতভাগ্য পুত্র সিন্ধু তাঁদের তৃষ্ণার জল নিয়ে যেতে না পেরে আপনাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে।—মহারাজ! এক্ষণে আমার শল্য উদ্ধার করুন। নদীস্রোত যেমন বালুকা-পুর্ণ উচ্চতীর ভঙ্গ করে, এই শাণিতশর তেমনি আমার হৃৎ-পঞ্জর ভঙ্গ করছে। আর আমার লেশমাত্র শক্তি নাই—আমি ক্রমশই অবসন্ন হচ্ছি!—মহারাজ!—

(দশরথ কর্ত্তৃক শল্য মোচন)

সিন্ধু। প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—হা পিতঃ—হা মাতঃ—নারায়ণ! (মৃত্যু)

দশ। হায় হায়! কি হ'ল কি হ'ল! হা মধুসূদন! দুর্ভাগা দশরথের অদৃষ্টে কি নরহত্যার পাতক লিখেছিলে? ওহো নরহত্যা—শিশুহত্যা—ব্রহ্মহত্যা! এ দৃশ্য যে বড় ভয়ানক! একি আর যে কিছুই আমার নয়নগোচর হচ্ছে না। কি ভীষণ বন,

কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার—না না—ঐ যে সূক্ষ্মতম আলোক-রেখা—ঐ যে ক্রমে ক্রমে আলোকের আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে। একি দাবানল?—ওকি! লেলিহান অগ্নিশিখা ভৈরব হুঙ্কারে যে অযোধ্যাপানে ধাবমান হচ্ছে। গেল গেল—ভীষণ অগ্নিগ্রাসে আমার সোণার রাজ্য যে ভস্মসাৎ হয়ে গেল—কে আছ কে আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর। ঐ আবার অগ্নিরাশি মাঝে ঋষিকুমার মধুর নর্ত্তনে সহাস্য আস্যে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে আমায় কোন্ দিকে অগ্রসর হ'তে বলছে! না না যাবনা যাবনা—ওযে নরক—ওযে নরহত্যাকারীর আবাস! ওখানে শতশত পাপী উচ্চ কর-তালি দিয়ে আমায় আহ্বান করছে। না না যাবনা যাবনা—কৈ আরতো কিছুই নাই—কৈ শিশু কৈ?—এই যে সোণার প্রতিমা ধূলিধুসরিত হয়ে রয়েছে। এস শিশু! আমার বক্ষে এস—আমার যন্ত্রণাতপ্ত অন্তর শান্ত হোক।—আহা! তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা জলের আশায় বসে আছেন, আজ তাঁদের নিকট নয়নজল নিয়ে যাই।

গীত।

একি ঘটিল অঘটন।
না ফুরাতে পরমায়ু জীবন পতন॥
অভাগার ভালে কেন, লিখি বিধি বিধি ছেন,
চিরতরে দুখনীরে করিলে মগন।
হায় মৃতদেহ লয়ে, দিইগে ঋষির পায়ে,
এ বিচিত্র চিত্র কেন হ'ল দরশন।
অকালে কালের কোলে শিশুর শয়ন॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আশ্রম-কুটীর।

(অন্ধমুনি ও মুনি-পত্নী)

মুনি-পত্নী। স্বামিন্! এখনও যে সিন্ধু এল না। বার বার নিষেধ কল্লেম, সেতো আমার কথা শুনলে না। আহা, সেতো কখন অবাধ্য নয়; কিসে আমাদের কষ্ট লাঘব হবে, তাই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—আমাদের সুখী দেখলে সে যে স্বর্গ হাতে পায়—তবে এত কষ্ট কেন দিচ্ছে?

মুনি। পত্নি! সিন্ধু আমার যে কখন দূরে যায় না—আমার কালপিপাসা শান্তির জন্য বারি আনতে গিয়ে সে যে আমাদের অশান্তি-সাগরে ভাসিয়ে গেল। বড় বিলম্ব হচ্ছে যে—তাইতো তার কি কোন বিপদ ঘটলো? প্রাণ যে বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে—বাবা সিন্ধুরে! আর আমার জলতৃষা নাই—এখন যে তোকে পাবার তৃষা বড় প্রবল হয়ে উঠছে—ওরে আর তোর হতভাগ্য পিতামাতাকে নিরাশায় ভাসাসনি।

মুনি-পত্নী। সিন্ধুরে! তুই যে অনেক বিলম্ব করছিস। পাখীর কলরবে বন যে আবার জেগে উঠলো—আর তো নিশি-অন্ধকার নাই। ওরে তবে কেন তুই এখনও ফিরে এলিনি? আয় বাবা, তোকে কোলে করে হৃদয়ের আনন্দ জাগাই—মনের অন্ধকার ঘুচে যাক।

মুনি। আয় বৎস ফিরে আয়। তোর যে শাস্ত্রপাঠের সময় হয়েছে। তোর কোকিলকণ্ঠে সুমধুর হরিগুণগান করে আমার প্রাণে অমৃতধারা ঢেলে দে।—পত্নি! ঐ না পদশব্দ

শুনতে পাচ্ছি? মধুসূদন! আবার আমায় চক্ষু দাও—একবার আমি সিন্ধুর চাঁদমুখ দেখে তাপিত প্রাণ শীতল করি। একবার আমি ছুটে গিয়ে কোলে করে আমার সিন্ধুকে নিয়ে আসি।—কৈ আর তো সে শব্দ নাই? তবে কি আমার সিন্ধু আসেনি?—হা ভগবান্!

মুনি-পত্নী। স্বামিন্! অমঙ্গলাশঙ্কায় আমার প্রাণ যে বড় কাতর হচ্ছে। ঝড় বৃষ্টির শব্দতো আর নাই—তবে আমার অন্তরে তুমুল ঝড় অনুভব করছি কেন? মধ্যে মধ্যে বজ্রব্যথায় আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে—কে যেন খরশরে আমার বক্ষ বিদ্ধ কল্লে—সিন্ধুরে!

মুনি। পত্নি! বোধ হয় সিন্ধু আমার প্রভাতে সরযূনীরে জলখেলায় মত্ত—তাই আসতে বিলম্ব হচ্ছে। শান্ত হও, সে এখনি আসবে।

(নেপথ্যে পদশব্দ ও ধীরে ধীরে দশরথের প্রবেশ)

এইবার নিশ্চয়ই পদশব্দ শুনেছি।—সিন্ধু, সিন্ধু! বৎস, এত বিলম্ব হ'ল কেন? পথে কি কোন বিপদ ঘটেছিল?

মুনি-পত্নী। বল বাবা, নিরাপদে ফিরেছ তো? নীরবে রইলে কেন?

মুনি। বৎস! একি? তুমি এখনও উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমরা যে অনেকক্ষণ তোমার আশায় বসে আছি। তুমি যে এই দুটী গতিহীনের গতি—চক্ষুহীনের চক্ষু। আমাদের ক্ষীণ-প্রাণ যে তোমারি অধীন। তবে বৎস, তুমি কি জন্য কথা কচ্ছোনা?

দশ। (স্বগতঃ) এখন কি করি? ঋষিদম্পতীর কাতর

অবস্থা দেখে আমার অন্তঃকরণ যে সশঙ্কিত হয়ে উঠলো? যাই হোক, ঋষিবরের চরণ ধারণ করে আত্মদোষ জ্ঞাপন করি, দেখি যদি কোন সদুপায় হয়। (প্রকাশ্যে) ভগবন্! আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। আমি আপনার পুত্র সিন্ধু নই। আমি আত্মদোষে আজ যে কুকার্য্য করেছি সে দোষ আমার অমার্জ্জনীয়।

মুনি-পত্নী। মহারাজ! বল বল, আমার সিন্ধুকে দেখেছ কি? মৃৎকুম্ভ কক্ষে ধরে আমার বক্ষের ধন বারি আনতে গেছে—কৈ এখনো তো এল না? যদি দেখে থাক তবে দয়া করে বল—এই বনের কোন্ স্থানে তাকে দেখেছ?

দশ। হায় দেবি!

বলিতে বিদরে বুক—জড়িত রসনা!
অন্ধকারে মৃগয়া আশায়,
যথা পদ ধায়, চলেছি তথায়,
হেনকালে
শুনি কাণে অপরূপ ধ্বনি,
অনুমানি মত্ত মাতঙ্গম
সরযূ-তরঙ্গে রঙ্গে বারি করে পান।
শব্দ অনুসারি
এড়িনু বিষম শর—শব্দবেধী বাণ!
শব্দ যেন স্তব্ধ হ'ল জ্ঞান।
পরক্ষণে কাতর ক্রন্দনে
কাঁপাইল অন্তর-কন্দর!
উত্তরিয়া সত্বর গমনে

দেখি তথা—
ওহো ! প্রাণে ব্যথা বাজিল বিষম—
বিষবাণ শিশুবক্ষে রয়েছে রক্ষিত !
রূপে ঢল ঢল—বসন বল্কল—
নব-জটাঘটামাঝে সুন্দর আনন—
ছিন্ন-মেঘমাঝে যেন চন্দ্রের উদয়—
সরযূর পুণ্যনীরে শূন্য কুম্ভ ভাসে !

মুনি-পত্নী। হা সিন্ধু ! বাপরে ! তুমি নাই ! (মূর্চ্ছা)

মুনি। আমার সিন্ধু নাই ? আজ আমার জীবন প্রদীপ কি নিভে গেল ? আমার দুঃখের শান্তি—আমার হৃদয়রত্ন সিন্ধু নাই ! হা বৎস ! (মূর্চ্ছা)

দশ। (স্বগতঃ) হা নারায়ণ ! শিশুবাক্য বুঝি আজ সফল হ'ল ! এক বাণে বুঝি আজ তিন প্রাণ বহির্গত হ'ল ! হারে দস্যু দশরথ ! তুই আজ কি কুকর্ম্ম কল্লি ? তুই আজ নির্ম্মল সূর্য্যবংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন কল্লি ?

মুনি-পত্নী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) মহারাজ ! আমরা বনবাসী ; অযোধ্যারাজ্যের কি অশুভ চিন্তা করেছি যে তাই তুমি আমাদের কণ্ঠরত্ন অপহরণ কল্লে ? সিন্ধু আমার অতি শিশু, ভালমন্দ কিছুই জানে না—আমার প্রাণের নিধি বারি আনতে গিয়েছিল—তুমি তাকে অতল কালবারিতে ভাসিয়ে এলে ? নিশ্চয় তুমি পুত্রধনে বঞ্চিত, তাই তুমি আমাদের মনোবেদনা অনুভব করতে পারছো না—তাই তুমি জাননা যে সেই খরশর আমাদের বক্ষে বিদ্ধ করেছ !

মুনি। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) অযোধ্যা-ঈশ্বর ! আমি নিশ্চয়

জানছি যে অজ্ঞানবশতঃ তুমি তার প্রাণহন্তা হয়েছ—তাই এখনো তুমি জীবিত রয়েছ—তা না হ'লে যে মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ বিষ-বাণ সিন্ধুর কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছিল, সেই মুহূর্ত্তেই ভীষণ বজ্রপাতে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হ'ত—প্রবল ব্রহ্মতেজাগ্নিতে তোমার শরীর ভস্মসাৎ হ'ত! এই নিরীহ ঋষিদম্পতী জরা-ভারে নেত্রহীন ও শক্তিহীন হয়ে অবস্থান করছি—সিন্ধুমাত্র সম্বল—সিন্ধুর বলে আমাদের উভয়ের জীবন-বল—সেই সিন্ধু বিনা আমাদের এ বিকল জীবন ধারণ করা বিফল। মহারাজ! তুমি একটী অনুরোধ রক্ষা কর। যে স্থানে আমাদের প্রাণ সিন্ধুর দেহ ধূলিধুসরিত হয়ে রয়েছে সেইখানে আমাদের নিয়ে চল—জীবনধনের অঙ্গস্পর্শ করে আমাদের অন্তিমের সাধ পূর্ণ করি।

দশ। ঋষিবর! বক্ষনিধি বক্ষোপরি রক্ষা করে আমি দাঁড়িয়ে আছি—আমাকে ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত করুন—ভীষণ অনুতাপানলে আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মুনি-পত্নী। কৈ কৈ আমার সিন্ধু কৈ? (অঙ্গস্পর্শ করিয়া) বাপরে! রজনীতে তোকে জল আনতে বলেছিলেম বলে কি তাই অভিমানে কথা কচ্ছো না? না বাবা, আর আমি তোমাকে কখন কাছ-ছাড়া করবো না—তোমার কোমল-শরীরে আর কখন কোন কষ্ট পেতে দেব না। বাবা, সোণার অঙ্গ ধূলামাখা কেন? কে তোমায় অযত্ন করেছে? এস আমার বক্ষে এস—আমি তোমাকে আর কোথাও যেতে দেব না।

মুনি। পত্নি! সিন্ধুহারা হয়ে আর তিলার্দ্ধও জীবনধারণে ইচ্ছা নাই। মহারাজ দশরথ! শীঘ্র চিতা সজ্জিত কর, আজ

এক চিতায় তিনদেহ ভস্মীভূত হবে!—কৈ মহারাজ, নিরুত্তর কেন? অন্ধের বাক্য অবহেলা কোরোনা। আজ যেমন পুত্র-শোকে আমার প্রাণ পরিত্যাগ হবে—শোন মহারাজ—সে শোক তুমি অনুভব কর্ত্তে পারছো না—তোমার প্রাণও পুত্র-শোকে একদিন বিসর্জ্জিত হবে।

দশ। পিতঃ! আমি যে ঋষিরোষে দগ্ধ হবার জন্য হৃদয় দৃঢ় করছিলেম—কিন্তু একি? এতো আমার প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ নয়—এযে অপূর্ব্ব বরপ্রদান! আমিতো পুত্রধনে বঞ্চিত, তবে কেমন করে পুত্রশোক অনুভব করবো?

মুনি। শোন রাজা! ঋষি-বাক্য কদাপি অন্যথা হবে না। আমার শাপবাক্য সত্য রাখবার জন্য তোমার সুন্দর নন্দন লাভ হবে কিন্তু সেই পুত্রশোকে একদিন তোমার মৃত্যু হবে। এখন সত্বরে চিতাসজ্জার উদ্যোগ কর।

মুনি-পত্নী। মহারাজ! শীঘ্র চল—আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে ধরে আমি মরণে জ্বালা জুড়াব। সিন্ধুহারা হয়ে আর তিলমাত্রও জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনপথ।

(মুনিবালকগণের প্রবেশ)

গীত।

নিশার নীহারকণা শোভিছে কুসুম'পরি।
শাখী-শাখে পাখী ডাকে বিভুর চরণ স্মরি'॥
চারিধারে ঋষিমুখে, সামগান শুনি সুখে,
চ' ভাই সিন্ধুরে ডেকে লয়ে আসি ধীরি ধীরি।
সুধামাখা হরি-গাথা গাব সবে প্রাণ ভরি'॥
কোথা সিন্ধু আয় ভাই, চল সিন্ধু-কূলে যাই,
বিহঙ্গ গাইছে ভাই দেখ নানা রঙ্গ করি'।
এখনো তপন হাসি রেখেছে অধরে ধরি'॥

(মুনি, মুনিপত্নী ও দশরথের প্রবেশ)

মুনি-পত্নী।— কালনিশি এল কিরে লইতে দুখিনী-ধনে।
অঞ্চলের নিধি বিধি বঞ্চিলে বল কেমনে॥

মুনি বা।— কেন হেরি অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
বলগো জননী ত্বরা ধরি দুটী চরণে;

মুনি-পত্নী।— আনিবারে জলবিন্দু, শুকাল জীবন-সিন্ধু,
সে বিনে কেমনে বল, ধরি ছার জীবনে।

মুনি-বা।— লইয়ে সিন্ধুরে কোলে, চল মা সরযূ-জলে,
সিন্ধু বিনা বিন্দুমাত্র রবনা ভুবনে।
কালচক্র বক্র হেরি শিশুর জীবনে॥

দশ।— কাল-মৃগয়ায় এসে, বধিনু শিশুরে শেষে,
বধিনু তিনের প্রাণ এক বিষ-বাণে।
মম সম দুখী হেন না দেখি ভুবনে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য — রাজসভা।

(রাজা রোমপাদ, মন্ত্রী, পুরোহিত ও পারিষদ্‌গণ)

রাজা। মন্ত্রিবর! রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলসংবাদ জানবার জন্য আমার চিত্ত কয়েকদিবস নিতান্ত চঞ্চল হয়েছে, অতএব তুমি শীঘ্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক আমাকে শুভ সমাচার অবগত করাও।

মন্ত্রী। মহারাজ! কয়েকজন দক্ষ দূত রাজ্যভ্রমণে প্রেরণ করেছি, তারা প্রত্যাগত হবামাত্র আপনার সম্মুখে সমুপস্থিত করবো।

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। মহারাজ!

বর্ণনায় বর্ণ না যোগায়
যে দশায় রঞ্জে নরনারী।
দারুণ দুর্ভিক্ষ দুঃখে
সংখ্যাহীন ক্ষীণপ্রাণী যত,
সবাকার হাহাকার সার!
ধনধান্যে পূর্ণ বসুন্ধরা
অন্ধকারে লুকায়েছে যেন—
নাহি আর শ্যামল শোভন—
নয়ন-মোহন—
নাহি আর প্রফুল্ল বদনছবি—
প্রমোদ-হিল্লোলে

কুতূহলে অঙ্গ নাহি ঢালে কেহ।
পুত্র নহে পিতার অধীন—
সতী নহে পতিসোহাগিনী—
হিংসা দ্বেষ অত্যাচারে পূর্ণিত আগার!

রাজা। মন্ত্রিন্! রাজ্যের এ অরাজকতা নিবারণ করবার শীঘ্র উপায় উদ্ভাবন কর। বিলম্ব কল্লে স্বর্ণরাজ্য ছারখার হবে।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মহারাজ!
রাজ্যময় সলিল-অভাবে
কিভাবে কেমনে রহে জীব—
বর্ণিতে বিদরে বুক—সরেনা বচন।
উপবন, গহন, কানন,
দেশ, গ্রাম, নগর সকল
মরুভূমি অনুভূত হয়!
নদ নদী হ্রদ সরোবর
দস্যুসম বিশুষ্ক অন্তর!
মানবের নাহি অন্য আশা—
নিবারিতে দারুণ পিপাসা
দ্বারে দ্বারে ফেরে অবিরত।
মাতৃকোলে ক্ষুদ্রশিশু কাঁদে
স্তনদুগ্ধে মিটাইতে তৃষা—
বৃথা আশা!
রুক্ষ বক্ষ ঢালে না অমৃতধার!

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। মহারাজ! শঙ্কা পাই—
তব ঠাঁই নিবেদিতে কথা।
যথা তথা দস্যুভয়ে
পৌরজন ভীত সর্ব্বক্ষণ—
জ্বলন্ত অনলগ্রাসে
প্রজ্জ্বলিত গ্রামাদি সকল—
বিনামেঘে বজ্রাঘাত—
উল্কাপাত—
দিবারাত কতই ঘটিছে
কেবা করে সংখ্যা নিরূপণ:
হাহাস্রোতে মেদিনী ভিজিছে—
মিছে হায় সেই অশ্রুজল!
সে জলে ফলিত যদি শস্য সমুচ্চয়
হাস্যময় শোভিত জগৎ—
দুর্ভিক্ষ-দূরীত আদি হ'ত বিদূরিত!
কাতারে কাতার
নরনারী যত শীর্ণাকার
করিছে চীৎকার—
"কোথা বিপদ কাণ্ডারি!
ত্বরা করি রক্ষা কর এ বিপদ হ'তে!!"
দিগন্তে ছুটিছে এই স্বর—
তাই রাজা এসেছি সত্বর—
যেবা হয় কর প্রতিকার।

রাজা। মন্ত্রিন্! এ অমঙ্গলবার্ত্তা শুনে আমার হৃদ্‌পিণ্ড যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাবলীতে আমার প্রতীতি হচ্ছে যেন আমি করাল কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছি। ব্রাহ্মণমণ্ডলি! এ দাসের মঙ্গলের জন্য—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—বলুন কিসে আমি এই বিপজ্জাল হ'তে মুক্তি পাই। আর কেনই বা আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি আদি অশুভ ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে ?

পুরোহিত। মহারাজ! অলক্ষ্যে মূর্ত্তিমান্ পাপ এসে আপনার রাজ্যে প্রবেশলাভ করেছে এবং সেই পাপের জন্য এই সমস্ত অনাবৃষ্টি ইত্যাদি অমঙ্গল দৃষ্ট হচ্ছে। এক্ষণে এই অমঙ্গল নিবারণের এক উপায় আছে।

রাজা। দেব! বলুন, সেই উপায়টী প্রকাশ করে বলুন। আমার প্রাণ বলিদান দিলেও যদি আমার প্রজাপুঞ্জের এবং আমার রাজ্যের মঙ্গল হয় তাতেও আমি কুণ্ঠিত নই।

পুরো। মহারাজ! নর্ম্মদা-নদীতীরবর্ত্তী ভীষণ অরণ্যে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অবস্থান করেন। কোন উপায়ে তাঁকে যদি এখানে আনয়নপূর্ব্বক বেদবিহিত কার্য্য দ্বারা কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন তবেই এই অমঙ্গল দূরীভূত হবে।

রাজা। মন্ত্রিন্! এখনি তুমি নগরমধ্যে ঘোষণা দাও যে যে কেহ ঋষিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করতে পারবে তাকে আমি প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করবো—এমন কি আমার অর্দ্ধরাজ্য যদি তাকে প্রদান করতে হয়—তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ ।

(মন্ত্রী ও বৃদ্ধা)

বৃদ্ধা। মন্ত্রি মশাই, লাজের মাথা খেয়ে আর কি বলবো ; এইতো বয়েস দেখছেন, এখনো মনে কল্লে বাতাসে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারি, পলকে আঁখির ঠারে সাগর ছেঁচে মাণিক তুলতে পারি। আর একটা বুনো ঋষির ছেলেকে ভুলিয়ে আনতে পারবো না ?

মন্ত্রী। হাঁ তা তুমি পার। এখন কি কি করতে হবে বল দেখি।

বৃদ্ধা। তাতো আমি আপনাকে বলিছি। সে বড় সোণার নৌকো হবে—তার ওপর একখানি বাগান করে দিতে হবে। চিনির জলের পুকুর হবে, গাছ হবে রূপোর, তার ফল হবে ভাল ভাল মিষ্টান্ন, তার পাতা হবে নানারকম খাদ্য সামগ্রী। আর সে নৌকোর আমি হব মাঝী, দাঁড়ী হবে কতকগুলি যুবতী। ঋষ্যশৃঙ্গ তো ঋষ্যশৃঙ্গ—বলেন তো তার বাপ বিভাণ্ডককে শুদ্ধ এখানে নিয়ে আসতে পারি।

মন্ত্রী। না, তাঁর বাপকে আপাততঃ প্রয়োজন নাই—তাঁকে পেলেই আমাদের যথেষ্ট। আচ্ছা, তোমরা সকলে প্রস্তুত হওগে, আমি সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করতে অনুমতি দিইগে। অদ্য অপরাহ্নেই তোমাদের যাত্রা করতে হবে।

[প্রস্থান।

বৃদ্ধা। এ বয়েসে দুনিয়ায় কাকে করিনাক ডর।
রাতদুপুরে আপন করি যতই সে হোক্ পর ॥

করেছি কতই রঙ্গ প্রথম কালেতে।
বুড়ো বটে, তবু কিছু গুঁড়ো আছে এতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(বৃদ্ধা ও রমণীগণ)

গীত।

১মা।— আমি রঙ্গরসে অঙ্গ ঢেলে আনবো গো তারে।
২য়া।— (দিদি) সাগর ছেঁচে, রতন বেছে, দিব লো তোরে॥
৩য়া।— আমার প্রাণ কেমন করে,
কি জানি কি হয়লো পরে,
৪র্থা।— (দিদি) এ বয়েসে, কেন শেষে, মজাও সবারে॥
১মা।— কাজ কি দিদি ওদের কথায়,
আমি আছি তোমার সহায়,
২য়া।— (দিদি) ঋষির দিশি ঘুরিয়ে দেব রূপের বাহারে।
৩য়া ও ৪র্থা।—কাজ নাই আর হেথা থেকে যাই চ'রে সরে॥

বৃদ্ধা। রেখে দেলো ন্যাকাপণা, দেখি কোথা যাবি যা না।
রাজার কাছে বলে দিয়ে প্রাণটী ধরে দেব টানা॥
সেজে গুজে চল্‌লো সবে ঋষির দোরে দিইগে হানা।
নারীর বলে ভুবন টলে, জগৎ জুড়ে আছে জানা॥

রমণীগণ।— গীত।

কাজ কি লো আর ক'রে কথা।
আঁখি-ঠারে, ফেলে তারে, বুকে করে, আনি হেথা॥
রসনা রসিয়ে নিয়ে, রসের কথা শুনিয়ে দিয়ে,
অধর সুধা পিয়াইয়ে, শোনাব তায় প্রেমের গাথা॥

দেখিয়ে দিয়ে রূপা সোণা, ভাঙ্গবো ঋষির উপাসনা,
প্রেমের ফাঁসে, বেঁধে ক'সে, ঘোরাব তায় যথা তথা।
আয়লো চলে, বন-ফুলে, ঘুচাই মোদের প্রাণের ব্যথা॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তপোবন।

(ঋষ্যশৃঙ্গ আসীন ; বৃদ্ধা ও রমণীগণের প্রবেশ)

রমণীগণ।— গীত।

আমরা এসেছি সেই বনে।
যথা বনের পাখী, লুকিয়ে থাকি, দেয়লো ফাঁকি নিশিদিনে।
আয়লো আয় সহচরি, দেখবো কেমন লুকোচুরি,
হৃৎপিঞ্জরে রাখবো ধরি, দেখবো পলায় সে কেমনে।
বনের বুলি, যাবে ভুলি, করবে কেলি মোদের সনে॥

ঋষ্য। আহা আজ তপোবন পবিত্র হ'ল ! স্বর্গের দেবগণ বুঝি দাসের প্রতি দয়া করে আজ তপোবনে পদধূলি প্রদান করেছেন ! (প্রণাম)

বৃদ্ধা। এস বৎস চিরজীবী হও।

ঋষ্য। আজ আপনাদের শুভাগমনে তপোবন পবিত্র হ'ল। এই কুশাসনে উপবেশন করুন। এই সামান্য ফলজল গ্রহণ করে আমায় চরিতার্থ করুন।

বৃদ্ধা। (ফলজল বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া) ঋষিকুমার ! বিষ্ণুপ্রসাদ ভক্ষণ কর, আমরাও অবশিষ্ট ভক্ষণ করি। (প্রত্যেকের হস্তে আমলকী ও হরিতকী প্রদান)

১মা রমণী। (আস্বাদান্তে নিক্ষেপ করিয়া) ছি ছি ছি! এই তোমাদের তপোবনের ফল? এ যে অতিশয় কদর্য্য ও কষায়—আমাদের তপোবনের বন্যজন্তুতেও কখন এরূপ জঘন্য ফল স্পর্শও করেনা।

২য়া রমণী। ঋষিকুমার! এ ফল তোমরা কেমন করে ভক্ষণ কর?

৩য়া রমণী। এইরূপ জঘন্য ফল ভক্ষণ করে বুঝি তোমাদের এমন শীর্ণ দেহ?

ঋষ্য। আপনাদের তপোবনের কেমন ফল?

বৃদ্ধা। আমাদের তপোবনের ফল এমন উৎকৃষ্ট যে মোক্ষফলও তার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হয়। ফলের কথা দূরে থাকুক, তুমি যদ্যপি আমাদের তপোবনের বৃক্ষপত্র পর্য্যন্ত ভক্ষণ কর, তাহ'লেও এ জীবনে আর বিস্মৃত হবে না।

১মা রমণী। (জনান্তিকে) ওলো আমাদের তপোবনের ফল খাওয়ান এখন রেখে দে, জল আর মাটী খাওয়ালে উনি একেবারে মাটী হয়ে যাবেন।

২য়া রমণী। (জনান্তিকে) ওলো একটা পাত্রে করে শীঘ্র মধু এনে দে।

বৃদ্ধা। ঋষিকুমার! আমাদের তপোবনের একটু জল পান কর দেখি। (মধুপ্রদান)

ঋষ্য। আমরি মরি! এমন সুস্বাদু জলতো কখন পান করিনি! ইহার মিষ্ট আস্বাদনে পিপাসার আশা শতগুণে বলবতী হয়।

বৃদ্ধা। এক জলেই এত তৃপ্তি, না জানি ফলে কি হবে!

(জনান্তিকে) ওলো শীঘ্র মিষ্টসামগ্রীগুলো নিয়ে আয়। দেখ ঋষিকুমার, তোমাদের তপোবনের যে হরীতকী খাইয়েছিলে, এইবার আমাদের তপোবনের এই হরীতকীটী খাও দেখি।

(পানতোয়া প্রদান)

ঋষ্য। আহাহা! আপনাদের হরীতকীটী চর্ব্বণের আর অবসর পাচ্ছে নাতো, জিহ্বাগ্রে স্পর্শমাত্রেই গলাধঃকরণের ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু ভয়, পাছে গলদেশে অষ্টিকা বিদ্ধ হয়।

বৃন্দা। না ঋষিকুমার, তোমার কোন ভয় নাই। আমাদের এ হরীতকীতে আঁটী নাই—যতই চর্ব্বণ করবেন ততই রস নির্গত হবে।

ঋষ্য। আহাহা—কি অনির্ব্বচনীয় সুখলাভই কল্লেম!

বৃন্দা। আচ্ছা, তুমি যে হরীতকীর সঙ্গে আমলকী খেতে দিয়েছিলে, এইবার আমাদের আমলকীর আস্বাদ গ্রহণ কর দেখি? (মতিচুর প্রদান)

ঋষ্য। (ভক্ষণ করিতে করিতে) আহা! এ আমলকী আস্বাদে অমরত্ব লাভ কল্লেম। ধন্য আপনাদের তপোবন—ধন্য আপনাদের তপোবল—ধন্য আপনাদের তপোবনের ফল! এই সমস্ত ফলজলেই আপনাদের এই সুন্দর দেবোপম কান্তি!

বৃন্দা। বোধ করি এ সামান্য ফলে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়নি—এই সকল গলিত বৃক্ষপত্র কিঞ্চিৎ ভক্ষণ কর দেখি।

ঋষ্য। গলিতপত্র ভক্ষণ করা আমার চিরাভ্যাস। আপনাদের তপোবনের যে বৃক্ষ এরূপ সুমিষ্ট ফল প্রসব করে না জানি তার গলিতপত্রই বা কত মধুর!

(বৃন্দা কর্ত্তৃক লুচিপ্রদান ও ঋষ্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক আহারের উদ্যোগ)

বৃদ্ধা। (নিবারণ করিয়া) ঋষিকুমার, ঋষিকুমার! কেবল মাত্র গলিতপত্র ভক্ষণ কোরো না—তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভক্ষণ কর।

ঋষ্য। তবে এই পত্রের উপর কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রদান করুন।

বৃদ্ধা। (জনান্তিকে) ওলো কিঞ্চিৎ শর্করা শীঘ্র এনে দে। (প্রকাশ্যে) এই নাও, মৃত্তিকা ধর।

ঋষ্য। (ভক্ষণ করিতে করিতে) আহা, অনুরূপই বটে! অনুরূপই বটে! এমন মৃত্তিকা না হ'লে কি এমন সুস্বাদু ফল জন্মে? মহাপুরুষগণ! আপনাদের চরণতলে নবোদিত অরুণ-কিরণের ন্যায় যে আভা বিকাশিত হচ্ছে ইহার কারণ জানবার জন্য বড় কৌতূহল হচ্ছে, কেন না আমাদের তপোবনস্থ ঋষিমণ্ডলীর চরণতল তো এমন সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট নয়!

বৃদ্ধা। ঋষিকুমার! আমাদের তপোবনের ধূলার গুণেই আমাদের চরণতল এরূপ রক্তিমাভাবিশিষ্ট হয়েছে।

ঋষ্য। আহা কত পুণ্য অর্জ্জন কল্লে—কত যুগ তপস্যা কল্লে—আপনাদের তপোবনে গমন করতে পারা যায়?

১মা রমণী। ঋষিকুমার! তোমাদের বনের বল্কল কি জঘন্য! এর দুর্গন্ধে বনের পশুপক্ষীও দূরে পলায়। দেখ দেখি, আমাদের তপোবনের কেমন বল্কল? (অঞ্চল প্রদর্শন)

ঋষ্য। আহা মরি মরি! আপনাদের বল্কলের কুসুম-সুগন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশমাত্র প্রাণ পুলকিত হচ্ছে। আপনাদের স্বর্গীয় জ্যোতিঃবিশিষ্ট কমনীয় কান্তিতে হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি সঞ্চার হচ্ছে এবং আপনাদের স্বর্গীয় পুরুষ বলে ভ্রান্তি হচ্ছে।

২য়া রমণী। দেখ দেখি ঋষিকুমার, আমাদের জটাজুট!

তোমার রুক্ষজটার রুক্ষগন্ধে তোমার সন্নিকটে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর—দেখ দেখি আমাদের জটার কেমন সুন্দর গন্ধ! (নাসাগ্রে কেশস্পর্শন)

ঋষ্য। মরি মরি! শরীর শিহরিত হয়ে উঠলো! জটা-স্পর্শনেই এত প্রফুল্লতা—না জানি অঙ্গস্পর্শনে কত প্রফুল্লতাই অনুমিত হবে! মহাপুরুষগণ! আপনাদের এই সকল তপৈশ্বর্য্য দর্শনে আপনাদের তপোবন দর্শন করবার জন্য আমি নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হয়েছি। অতএব যদি বাধা না থাকে তবে এ দাসকে আপনাদের তপোবন প্রদর্শনে আমার জীবন সার্থক করুন।

বৃদ্ধা। ঋষিকুমার! অদ্য অপেক্ষা করুন। আপনার পিতার অনুমতি গ্রহণ করুন, কল্য আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ঋষ্য। মহাপুরুষগণ! আপনারাই আমার পিতা, আপ-নারাই আমার মাতা, আপনারাই আমার সর্ব্বস্ব। আপনারা যদি অনুগ্রহ করে আমায় সঙ্গে করে না নিয়ে যান তা হ'লে আপনাদের সম্মুখে আমি ব্রহ্মহত্যা হব। (পদতলে পতন ও রমণীগণ কর্ত্তৃক উত্তোলন)

আহাহা! কি কমনীয় স্পর্শ! পুরাণে শুনেছি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি শোভা পেত—আপনাদের বক্ষঃশোভিত বস্ত্রাবৃত রত্নযুগল কি তপোলব্ধ?

বৃদ্ধা। হাঁ ঋষিকুমার!

১মা রমণী। (জনান্তিকে) ওলো, ফল জল প্রদানের ফল এতক্ষণে কতকটা পাওয়া গেল।

২য়া রমণী। (জনান্তিকে) হাঁ, এই যে অষুধ ধরেছে দেখছি।

ঋষ্য। তবে এ দাসের প্রতি কিরূপ অনুমতি করছেন?

বৃদ্ধা। ব্যস্ত হয়োনা, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর। সময়-ক্রমে আমরা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এক্ষণে আমরা আশ্রমে প্রস্থান করি।

ঋষ্য। তবে এ অকৃতি সন্তানকে আপনারা ভুলবেন না? আপনাদের আসার আশায় আমি পথ নিরীক্ষণ করে রইলেম।

রমণীগণ।— গীত।

আজ ভুলিয়েছি তারে।
ছলে বলে কলে নিতে এসেছি যারে।
মনের মত বনের পাখী,
ধরে নিয়ে দিয়ে ফাঁকি,
বুকে সুখে লুকিয়ে রাখি, দেখবো এবারে।
কেহ বা যেচে, প্রাণটী বেচে, কিসেরি তরে॥

[প্রস্থান।

(বিভাণ্ডকের প্রবেশ)

বিভা। আজ পুত্রের এরূপ বিসদৃশভাবের কারণ কি? তপস্থায় মনোনিবেশ নাই—আমার আগমনও তো নয়নগোচর হচ্ছে না—একদৃষ্টে কার পানে নিরীক্ষণ করে রয়েছে! (অগ্রসর হইয়া) বৎস! আজ তোমার এ চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? অন্যদিন আমার পদশব্দ শ্রবণমাত্রেই শশব্যস্তে ধাবিত হয়ে এসে আমায় প্রত্যুদ্গমন করতে, সমিৎকুশাদি বহনের ভার লাঘব করে দিতে, আশ্রমপাদস্থ ঋষিমণ্ডলীর মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে—আজ তার বিনিময়ে অনিমেষনেত্রে কার পানে চেয়ে রয়েছ? কোন্ চিন্তায় তোমার মনকে উদ্বেলিত করেছে আমায় বল।

ঋষ্য। পিতঃ! আজ আমার জন্ম সফল—তপস্যা সফল—

তাই বহু পুণ্যফলে স্বর্গের ঋষিমণ্ডলীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি। আহা কি দেখলেম! তাঁদের অনুপম কান্তিচ্ছটায় তপোবন বিভাসিত হয়েছিল! তাঁদের মস্তকে রুক্ষ পূতিগন্ধময় জটার পরিবর্ত্তে কেমন কোমল মসৃণ কেশরাশি! তাতে আবার কুসুম-সুবাসে কেমন মনোহর সৌগন্ধ্য! তাঁদের বিচিত্রবর্ণের বাকল-বসনের কেমন সৌন্দর্য্য! তাঁদের কণ্ঠে নানাবর্ণের বৃক্ষের ফল কি সুন্দর শোভাই ধারণ করেছে—তাঁদের—

বিভা। বৎস! আমি বুঝতে পেরেছি। তাঁরা স্বর্গের ঋষিমণ্ডলী নন—নরকের ক্রিমি কীট! ধরামাঝে নারীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ রাক্ষসী! ছলনাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—প্রলোভনই তাদের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। সেই অস্ত্রবলে তারা সুরপতি ইন্দ্র হ'তে সামান্য ভিখারীকেও জয় করতে পারে। তাদের অতুল প্রতাপ—নইলে দেখ না কেন, বনের তপস্বী তুমি, সংসারের কোন সম্বন্ধই জ্ঞাত নও, অহর্নিশি কেবল ধর্ম্মসেবায় রত আছ—তোমার প্রাণে কি হলাহল বর্ষণ করে গেল! বৎস, তাদের কথা আর তিলমাত্র হৃদয়ে স্থান দিও না।

ঋষ্য। পিতঃ! এমন কথা বলবেন না। তাঁদের মত হিতাকাঙ্ক্ষী আর নাই। তাঁরা অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁদের তপোবন দর্শন করাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তাঁদেরি পুনরাগমন আশায় স্থিরনেত্রে অবস্থান করছি। আপনি অনুমতি দিন—কদাপি অন্যমত করবেন না, তা হ'লে আমি হৃদয়ে বড় ব্যথা পাব।

বিভা। (স্বগতঃ) উঃ নারীর কুটিল চক্র কি ভীষণ! অনায়াসে নির্ম্মল-চরিত্র সংসারানভিজ্ঞ পুত্রকে স্বীয় কুটিলতা-

গ্রাসে কবলিত কল্লে? এক্ষণে উপায় কি? বিস্তর চেষ্টা করেও তো কৈ কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছি না। ভগবন্! অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।—আরে কামুকী রাক্ষসীগণ! লোকালয়ে তোদের প্রতারণা জাল বিস্তার করে কি ক্ষান্ত হ'তে পারলিনি—তাই সুদূর বনপ্রান্তে এই শান্তি-আশ্রমে তোদের অশান্তি-বীজ বপন করতে এসেছিলি? (প্রকাশ্যে) বৎস! অদ্য স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও। তাদের কথা আর আলোচনা কোরোনা।

ঋষ্য। পিতঃ! তাঁদের সিদ্ধাশ্রম দেখবার জন্য হৃদয় এত অস্থির হয়েছে যে নিদ্রা হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই। আপনি অমত করবেন না। তাঁরা কল্যই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

বিভা। (স্বগতঃ) পুত্রের এ আগ্রহ দেখে আমার তো কুটীর পরিত্যাগ করতে সাহস হয় না। দেখি, রাত্রে যদি মনোবেগ রোধ করতে পারি তবেই মঙ্গল, নচেৎ পুত্রস্নেহে কি ঈশ্বর-সাধনা নিমজ্জিত করবো? এ সংসারে কেবা কার পিতা, কেবা কার পুত্র! পদ্মপত্রে জলবিম্বের ন্যায় এ জীবন তো স্বল্পস্থায়ী। তবে কার জন্য আর মায়ামমতা—কার জন্য আত্মপর বোধ—কার জন্য এ অলীক সম্বন্ধ! একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাই এ সংসারে সত্য ও সনাতন! (প্রকাশ্যে) এস বৎস! কুটীরাভ্যন্তরে যাই। কল্য প্রত্যূষে আবার তপস্যায় বহির্গত হব।

ঋষ্য। পিতঃ! কল্য প্রত্যূষে আমিও তাঁদের সহিত তপোবনে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আশ্রম-সম্মুখ।

(বৃদ্ধা ও রমণীগণ)

গীত।

গরবে পূরবভাগে রাঙা রাগে উঠছে রবি।
বিকাশে আকাশে কিবা মধুর নবীন ছবি।
ফুটেছে সুখের ভোর, টুটেছে ঘুমের ঘোর,
(দেখ) সলিলে নলিন—স্থলে অনিলে দোলে করবী।
জাগরে হৃদয়-রবি, কেনরে নিদয় রবি,
হৃদ্‌কমলে জ্ঞান আলো, পুলকিত হবে সবি।

(কুটীর হইতে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রবেশ)

ঋষ্য। (বৃদ্ধার পদতলে পতিত হইয়া) ঋষিবর! আপনাদের দর্শন লালসায় সারানিশি আমি ব্যাকুল হ'য়ে চক্ষের জলে আপনাদের ধ্যান করেছি। আজ আমার সেই ধ্যান সফল, তাই আপনাদের চরণদর্শনে যে কি পর্য্যন্ত সুখানুভব কল্লেম তা বলতে পারিনে। তপোবনে যেতে আপনাদের আর বিলম্ব কি ?

বৃদ্ধা। না ঋষিকুমার, বিলম্ব নাই। অবিলম্বেই তপোবন দেখতে পাবে।

রমণীগণ।— গীত।

আয়লো নাগরী, খেলিয়ে চাতুরী, লয়ে যাই এই প্রেমিক রতন।
মধু বঁধু-ধনে, দিয়ে সযতনে, প্রেমফাঁসে হাঁসে বাঁধিব কজন।

(পট পরিবর্ত্তন।)

(নর্ম্মদাবক্ষে তরণী সুসজ্জিত)

এস এস চিরসখা, হের এই কুতূহলে,
তরল তরঙ্গে রঙ্গে তরণী কি ছলে চলে,
সলিলে রবির ছবি, মধুরে মাধুরী খেলে,
চল ত্বরা তথা যথা মধুময় তপোবন॥

(ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া বৃদ্ধা ও রমণীগণের তরণীর উপর উত্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—অযোধ্যা রাজসভা।

(দশরথ, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ও পারিষদ্‌গণ)

দশ। গুরুদেব! আপনার নিকট শ্রবণ করেছি পুত্রই সংসারধর্ম্মের সার সাধনা—পুত্র না হ'লে অন্তিমে ভীষণ পুন্নরক হ'তে পরিত্রাণ পাবার আর পন্থা নাই। কিন্তু এ হতভাগ্য কেন সে রত্নে বঞ্চিত রয়েছে? আহা! হৃদয়দুলাল অভাবে আমার এ প্রাসাদপুরী সর্ব্বথা সজ্জিত সত্ত্বেও যেন শূন্য ব'লে অনুমিত হয়—এ বিশাল সাম্রাজ্যভার কার উপর ন্যস্ত করে আমার রাজকার্য্যের ব্যস্ততা হ'তে নিবৃত্ত হব? গুরুদেব! যখন আমি নির্জ্জনে একমনে অবস্থান করি, তখনি যেন মনে হয় অন্তরের একপ্রান্তে কি যেন কি অভাব আছে—সে স্থানটী পূর্ণ করলে যেন আমি পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হই। কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ইঙ্গিত করে বলে—"আরে অবোধ দশরথ! তুই এমন

কি পুণ্য করেছিস যে সে শূন্য পূর্ণ করবার প্রয়াস পাচ্ছিস?" এক্ষণে আপনার অনুমতিক্রমে আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হব মানস করেছি, এ বিষয়ে কি অভিমত হয় প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! পুত্রেষ্টি মানসে যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা তোমার মনোমধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে, তখন নিশ্চয় জেনো তোমার নন্দন-সুন্দর কুসুম-সুকুমার পুত্রলাভে আর বিলম্ব নাই। সত্বরেই যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্যোগ কর, তাহ'লেই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

দশ। সচিবশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র! মহর্ষির আজ্ঞামাত্র সমস্ত কার্য্যের ভার তোমার উপর নির্ভর কল্লেম। তুমি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, তোমার সুমন্ত্রণাতেই এই সাম্রাজ্যশাসন সুচারুরূপে সমাহিত হচ্ছে।

সুমন্ত্র। মহারাজ! অধীনের প্রতি আপনি কিংবা মহর্ষি যেরূপ আজ্ঞা করবেন অবিলম্বে তাহাই কার্য্যে পরিণত হবে। এ বৃদ্ধ অযোধ্যারাজের চির ক্রীতদাস। কিন্তু এই স্থবির সচিবের একটী নিবেদন আছে, অনুমতি হ'লে তাহা আপনার সমীপে বিবৃত করি।

দশ। তোমার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী জনের সকল বাক্যই আমি প্রতিপালন করি। তোমার যাহা বক্তব্য অচিরে গোচর করে আমার কৌতূহল নিবারণ কর।

সুমন্ত্র। মহারাজ! জনশ্রুতি আছে যে সত্যযুগে দেবপ্রবর মহর্ষি সনৎকুমার বলেছিলেন, যে "ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ নামে পরম ধার্ম্মিক, শ্রীমান্ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা হবেন। অঙ্গ-রাজ রোমপাদের সহিত তাঁহার মিত্রতা হবে। সময়ক্রমে তাঁর

শান্তা নাম্নী কন্যার সহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ কার্য্য সমাহিত হ'লে রাজেন্দ্র দশরথ পরম মিত্র অঙ্গরাজের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় অপুত্রকতা নিবারণ জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে নিযুক্ত করবার কারণ অনুরোধ করবেন। রাজা রোমপাদও সহর্ষচিত্তে মুনিসত্তমকে প্রেরণ কল্লে অযোধ্যারাজ তাঁকে যজ্ঞার্থ, পুত্রার্থ ও স্বর্গার্থ বরণ করবেন। তাতে ঋষির প্রভাবে সিদ্ধ-কাম হয়ে অমিতবিক্রমশালী, বংশপ্রতিষ্ঠ ও সর্ব্বলোকখ্যাত চারিজন কুমার জন্মগ্রহণ করবেন। অতএব আপনি সবিশেষ সংকারপূর্ব্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। যজ্ঞস্থলে তিনি উপস্থিত থাকলে আপনার কামনাসিদ্ধি বিষয়ে আর কোনরূপ বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।

দশ। গুরুদেব! আপনি কৃপা করে অনুমতি দান কল্লে আমি স্বয়ং বলবাহন সমভিব্যাহারে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে সসম্ভ্রমে আনয়ন করতে সত্বর অঙ্গরাজ্যে গমন করি। আপনি যজ্ঞ সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সুধীর সুমন্ত্রকে তদ্বিষয়ে যথাবিধি আজ্ঞা প্রদান করুন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

(বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্র)

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! তুমি যজ্ঞসম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থে পারদর্শী জনগণকে নিযুক্ত কর। আর সর্ব্বসুলক্ষণ-

সম্পন্ন যজ্ঞীয় অশ্ব উপযুক্ত উপাধ্যায় সঙ্গে সুসজ্জিত করে চারিশত রাজপুত্রের রক্ষাধীনে মোচন করতে বল। পরে পূতসলিলা সরযূ-নদীর উত্তরতীরে পুণ্যভূমি নির্দ্দেশ করে যজ্ঞভূমি নির্ম্মা-ণের উদ্যোগ কর। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধার্ম্মিক রাজাকে সৎ-কার পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য এবং তাঁদের যথাবিধি অর্চ্চনার জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণের ভার তোমার উপর রইল। সমাগত অতিথিবর্গের অভ্যর্থনার্থ সবিশেষ যত্নশীল থাকবে। যে সকল পুরুষ ব্যগ্র হয়ে যজ্ঞে কার্য্য করবে সবিশেষে তাদের পূজা করবে; কেননা, ধন ও ভোজনাদি প্রদান দ্বারা সেবকগণের সম্মাননা করলে সকল কার্য্যই সুবিহিত হয়। দীনদরিদ্র ভিক্ষুকগণের জন্য রাজকোষ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকুক—দেখো সুমন্ত্র, কাকেও অবজ্ঞা বা অবহেলা করে যেন দান করা না হয়, কারণ তাহ'লে দাতাকে বিনষ্ট হ'তে হবে সন্দেহ নাই।

সুমন্ত্র। মহর্ষে! এ সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের ভার যখন আপনি কৃপা করে বহন করতে স্বীকৃত হয়েছেন, তখন মহারাজের অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আপনার বাক্য অযোধ্যারাজ্যের প্রজামাত্রেরই গুরুবাক্য।

বশিষ্ঠ। আমি মহর্ষি জাবালি, সুযজ্ঞ, বামদেব ও কাশ্যপ প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে মিলিত হ'য়ে শাস্ত্রানুমোদিত শান্তি-সংকল্পে মনোনিবেশ করিগে।

সুমন্ত্র। তবে এক্ষণে আমিও ভেরীঘোষণা দ্বারা পুরবাসী-গণকে যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ জ্ঞাপন করতে অনুমতি দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

যজ্ঞাগার।

(দশরথ, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ও ঋষ্যশৃঙ্গাদি মহর্ষিগণ আসীন)

দশ। গুরুদেব! আপনার আশীর্বাদে আজ আমি সুবৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে পাল্লেম, তজ্জন্য আপনার চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি। আর সাক্ষাৎ দেবোপম এই মহর্ষিমণ্ডলী আমার শুভোদ্দেশে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম বিহিতবিধানে সুচারুরূপে সমাধা করেছেন, তজ্জন্য তাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রইলেন। এক্ষণে মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।

ঋষ্য। মহারাজ! আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনা আছে বল। তোমার শুভোদ্দেশে আমাকে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করতে বলবে আমি সহর্ষচিত্তে তাই করবো।

দশ। মহর্ষে! এ অধমের প্রতি অনুকম্পা ক'রে যদি বলতে অনুমতি দান করলেন, তবে আমার মনোভিলায জ্ঞাপন করি। দীর্ঘকাল পুত্রকামনা করেও স্বীয় দুরদৃষ্টক্রমে এখনও আমি অপুত্রক। পুত্ররত্ন বিনা আমি কিছুতেই চিত্তমধ্যে সুখানুভব করছি না। আপনি অনুগ্রহ ক'রে পুত্রার্থ যদি কোন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহ'লে এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে পুন্নরক হ'তে পরিত্রাণের উপায় হয়।

ঋষ্য। ভাল মহারাজ! তোমার পুত্রের জন্য আমি বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছি। তুমি পবিত্রচিত্তে একান্ত মনে অগ্নিদেবের উপাসনা কর।

দশ।— (স্তবগীতি)

যজ্ঞমাঝে দীপ্যমান্, তুমি যাজক প্রধান,
তুমি অগ্নি যজ্ঞ-পুরোহিত।
তুমি হে যজ্ঞের হোতা, যজ্ঞফল-রত্নদাতা,
নমি আমি কর মম হিত॥
হে সুরেশ বিভাবসু, ভূরিতেজা কুমারসু,
বৈশ্বানর জগতে বিদিত।
সকাতরে ডাকি আমি, স্বর্গদ্বারস্পর্শী তুমি,
হুতাশন শিখী স্বর্ণকৃৎ॥
হে পাবক মূর্ত্তিমান্, জলন্ত সত্যের মান,
একমাত্র রক্ষণে বিহিত।
তুষ্ট হও জাতবেদ, ঘুচাও মনের খেদ,
কাতরে করুণা সমুচিত॥
(হোমাগ্নি হইতে দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব)

দিব্যমূর্ত্তি।— (গীত)

যজ্ঞফল ধর রাজা, ধর্ম্মধারি মহাতেজা,
প্রজাপতি-প্রেরিত এ ধন।
দেবগণ তুষ্ট অতি, তব শ্রেষ্ঠ যজ্ঞপ্রতি,
ত্বরাগতি মম আগমন॥
দিব্য এ পায়স লয়ে, সর্ব্বমহিষীরে গিয়ে,
যথাযোগ্য করহ বণ্টন।
বাসনা হবে সফল, মুছ মুছ অশ্রুজল,
পাবে কোলে সুন্দর নন্দন॥
(দিব্যচরু প্রদান ও অন্তর্দ্ধান)

ঋষ্য। মহারাজ! এতক্ষণে তোমার যজ্ঞসমাপ্তি হ'ল। এখন অবিলম্বে অন্তঃপুরে গিয়ে মুখ্যা মহিষীগণকে এই দেবদত্ত চরু বণ্টন করে দাওগে।

দশ। যথা আজ্ঞা মহর্ষি! আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি মনোমত পুত্রলাভ করে অনুপম সুখভোগ করি।

ঋষ্য ও বশিষ্ঠ। তথাস্তু।

[দশরথের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

(নাগরিকদ্বয় ও ব্রাহ্মণদ্বয়)

১ম নাগ। ভাই! আজকের মত আনন্দের দিন অযোধ্যায় বোধ হয় আর কখনো আসেনি।

২য়-নাগ। ঠিক কথা ভাই, এমন সুন্দর শ্রীও অযোধ্যা কখনো ধারণ করেনি।

১ম-ব্রা। এমন ধনরত্ন দানও আজ পর্য্যন্ত কেউ কখনো দেখেনি।

২য়-ব্রা। এমন ঢালাও মিষ্টান্ন ভোজনও কারো কপালে কখনো ঘটেনি। বাবা! যে দিকে চাই, কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং"—"দীয়তাং ভুজ্যতাং"! এই শব্দে কাণে তালা ধরে গিয়েছিল! শেষকালে ভোজনের পর দেখি যে আকণ্ঠ উদর পর্য্যন্ত তালা ধরে গিয়েছে!

১ম-নাগ। যা হোক ভাই, অযোধ্যার দুঃখের নিশি অবসান হয়েছে। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের দয়ায় মহারাজ পুত্রবন্ত হলেন। মহারাজের চিরদিনের আশা পরিপূর্ণ হ'ল, আমরাও সকলে মহানন্দনীরে নিমগ্ন হলেম।

২য়-নাগ। দেখ দেখ, সুরসিক বিদূষক মহাশয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে এদিকে আসছেন, যা হোক ওঁর সঙ্গে একটু রহস্য করা যাক।

বিদূ। "অদৃষ্টে লিখিতং ধাতা বদ কেন নিবার্য্যতে।" "অদৃষ্টে লিখিতং ধাতা বদঃ" অর্থাৎ অদৃষ্টে বিধাতা বদখৎ চালিয়েছেন, তৎপরে—"কেন নিবার্য্যতে"—কিনা, কে নিবারণ করবে? আমার মন্দ অদৃষ্ট আমাকেই ফেরাতে হবে দেখছি। আহা, একি কম আপশোষের বিষয়! মহারাজ এত ধনরত্ন দান করলেন—আজীবন কালটা যা আশা করেছিলেম তাই পেলেম; কিন্তু এক যজ্ঞ দেখতে গিয়ে আমার চিরদিনের যজ্ঞ যে পণ্ড হয়ে গেল? পুত্রধন বিনা আমার এ ধনরত্ন কে ভোগ করবে?

১ম-নাগ। কি মহাশয়! কি ভাবছেন? এ আনন্দের দিনে আপনাকে এত মলিন দেখছি কেন?

২য় নাগ। এত ধনরত্ন পেলেন, এমন বেশভূষায় ভূষিত হলেন, তবুও আপনার মনোমালিন্য আজ যাচ্ছে না কেন?

বিদূ। আর বাপু! সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? অন্য কারণে আমার মনোমালিন্য দাঁড়িয়েছে।

১ম স্ত্রী। মহাশয়! সে কারণটা কি আমাদের শ্রবণযোগ্য নয়?

বিদূ। আজ্ঞে শুধু আপনাদের কেন, যে দুঃখের কারণ আবালবৃদ্ধবনিতারও শ্রোতব্য! এ গরিবকে মহারাজ যে এত ধনরত্ন দান করলেন, সে ধনরত্ন কাকে দিই? সেই ভেবে ভেবেই আমার চক্ষে ফোয়ারার মত জল ছুটছে!

১ম-ব্রা। কেন, আপনি কি পুত্রধনে বঞ্চিত?

বিদূ। আজ্ঞে, ও কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? পুত্রের মধ্যে আমি—আর কন্যার মধ্যে ব্রাহ্মণী।

১ম-ব্রা। তবে আর ভাবছেন কেন? যা ধনরত্ন পেয়েছেন, আপনাদের দুজনের মধ্যেই বকরা হয়ে যাক না কেন?

বিদূ। তা যেন হ'লো, কিন্তু ভবিষ্যতের বিষয়টা ভাবছেন কি?

১ম-ব্রা। ভবিষ্যতের ভাবনা আবার কি?

বিদূ। বলি পিণ্ডিটা দেবে কে?

১ম-ব্রা। কেন আপনার পিণ্ডি তিনি দেবেন—আর তাঁর পিণ্ডি আপনি দেবেন। মীমাংসায় তো এই বলে।

১ম-ব্রা। তার জন্যেই বা অত ভাবছেন কেন? তা আমাদের মধ্যে একজনকে পোষ্যপুত্র নিন না কেন!

বিদূ। বাবা! ক্ষমা দাও, দণ্ডবৎ। তোমাদের মত অকালকুষ্মাণ্ড পোষ্যপুত্র লওয়ার চেয়ে নিজের পিণ্ডি নিজেই দেব। কলমের চারায় আর দরকার নেই বাবা!

১ম-ব্রা। না—না, ব্যঙ্গ এখন সাঙ্গ হোক। এখন কি নির্দ্ধার্য্য করেছেন বলুন দেখি?

বিদূ। আর নির্দ্ধার্য্য কি করবো!—যাই, একবার ঋষ্যশৃঙ্গ মহাশয়ের হাতে পায়ে জড়িয়ে বলিগে, "বলি ঋষ্যশৃঙ্গ মহাশয়! মহারাজকে তো পুত্র দিয়ে তাঁর রাজ্য রক্ষে করলেন,

এখন এই গরিব ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর মুখপানে চেয়ে এদের বংশরক্ষা করে দিয়ে যান।

[প্রস্থান।

১ম-ব্রা। এমন বেল্লিক তো ত্রিসংসারে কখনো দেখিনি। এমন পাষণ্ডকেও আবার মহারাজ প্রীতির নয়নে দর্শন করে সমাদর করে থাকেন!

১ম-নাগ। শুধু মহারাজ কেন? অযোধ্যা নগরীর প্রত্যেকেই ওঁর কথা শুনতে ভালবাসে। "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"-বৎ-আপনার হৃদয় নীরস, ওঁর মর্ম্ম আপনি বুঝবেন কি? এখন চলুন, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, নগর সন্দর্শনে যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(কৌশল্যা নিদ্রিতা; শ্রীরামরূপে বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, পাপাত্মাদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে আমায় অবতার হ'তে হয়। বরাহকল্পের পূর্ব্বে প্রলয়-পয়োধিজলে বিশ্বসংসার যখন প্লাবিত হ'ল, সেই সময় বেদোদ্ধারার্থে আমি মীনরূপে অবতীর্ণ হই। পরে দৈত্যপীড়নে নিতান্ত ব্যথিত দুর্ব্বল দেবদলকে অমর করণের নিমিত্ত বিধাতা যখন সমুদ্র-মন্থনের বিধান দেন, তখন কূর্ম্মরূপে মন্থন-দণ্ড মন্দর পর্ব্বত অবহেলে পৃষ্ঠোপরি বহন করি। আবার, বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে দন্তে ধরে মেদিনী উদ্ধার

করি। সেই সময়েই দুর্দ্দান্ত দানব হিরণ্যাক্ষকে বধ করি। আবার, ভক্ত প্রহ্লাদের মান বাড়াবার জন্য ও দুরন্ত দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে নিধন করতে স্ফটিক-স্তম্ভ মধ্য হতে নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হই। ইন্দ্রদর্পহারী দুর্দ্ধর্ষ বলি-দানবকে শাসন করবার জন্য বামন-বালকরূপে তার নিকট তিন লোক দান গ্রহণ করে তাকে পাতালে প্রেরণ করি। কিন্তু ঐ দানবের ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে অন্যমূর্ত্তি ধারণ করে চিরকাল তার দ্বারী হয়ে অবস্থান করছি। দুরাচার ক্ষত্রিয়দের অধর্ম্মাচরণে ধরার ভার বৃদ্ধি হচ্ছিল বলে জামদগ্ন্যরূপে তিন সাতবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করেছি। এখন শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় রাবণ কুম্ভকর্ণরূপে আমার মায়ার সংসারকে বিশৃঙ্খল করবার উদ্যোগ করেছে। রাক্ষসকুলের অত্যাচারে যাগ যজ্ঞ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ হবার উদ্যোগ হয়েছে। ঐ নিশাচর-কুল নিধন না করলে সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। সাধ্বীগণের ক্রন্দনধ্বনি, দেবগণের পুনঃ পুনঃ অপমান, ঋষিগণের ভূয়োভূয়ঃ আহ্বান, আর আমার সহ্য হয় না। ভগবান্ ব্রহ্মা দেব-সমষ্টি লয়ে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে মনোবেদনা জানিয়েছেন; আমিও মানসে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি। দৈত্যদের দলনের জন্য আমি চারি অংশে রূপগ্রহণ করে এইবার সংসারে আবির্ভূত হব। কিন্তু কার ঔরসে ও কার গর্ভে অবতীর্ণ হই? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল। ইক্ষ্বাকু-কুলভূষণ মহাবীর্য্যবান্ রাজা দশরথের ঔরসে এবং দেবহূতি কৌশল্যা, কশ্যপ-পত্নী কৈকেয়ী ও পুণ্যবতী সুমিত্রার গর্ভে চারিঅংশে জন্মগ্রহণ করবো। রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছেন, সেই যজ্ঞলব্ধ চরুতেই আমি অধিষ্ঠিত

থাকবো।—এই যে মা দেবহুতি নিদ্রা যাচ্ছেন। স্বপ্নাবেশে মানসে ওঁকে দর্শন দিই।

কৌশল্যা। (নিদ্রিতাবস্থায়) আমরি মরি! কি অপরূপ রূপ! কে এ বালক?

বিষ্ণু। মা—মা! আমি তোর গর্ভে জন্ম নিতে এসেছি।

কৌশল্যা। (নিদ্রিতাবস্থায়) আহাহা, কি মধুর কথা শুনছিরে! বাবা! তুই কে? কে আমায় মা বলে ডাকলি?

বিষ্ণু। মাগো! আমি বিবাগী হয়ে তোকে পূর্ব্বে বড় কষ্ট দিয়েছি—এজন্মে তাই আবার তোর পুত্র হ'তে এসেছি। (অন্তর্দ্ধান)

কৌশল্যা। (নিদ্রিতাবস্থায়) কে? কে? হরি? হরি? আবার তুমি আমায় দুঃখ দিতে এসেছ?

বিষ্ণু। (নেপথ্যে) না মা! এবার তোকে দুঃখ দেবনা, এবারে আমি সংসারী হব।

কৌশল্যা। (নিদ্রাভঙ্গে) কৈ বাবা! তুই কোথায় গেলি? অ্যাঁ—অ্যাঁ! কে আমায় মা বলে ডাকলি? ভগ্নি কৈকেয়ি! ভগ্নি সুমিত্রে! এস—শীঘ্র এস—আজ আমি কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেম!

দৈববাণী। না মা! স্বপ্ন নয়—সত্য—সত্যই আমি তোর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবো।

(কৈকেয়ী ও সুমিত্রার প্রবেশ)

কৈকেয়ী। কেন দিদি—কেন দিদি! কি হয়েছে?

কৌশল্যা। আগে দেখ ভগ্নি, এ ঘরে কোন বালক আছে কি না।

সুমিত্রা। কৈ দিদি! এখানে তো কেউ নাই।

কৌশল্যা। না—না—এই যে আমি তার মধুর ভাষা শুনলেম! এতক্ষণ তাকে স্বপ্নে দেখছিলেম, তার সঙ্গে কত কথা কচ্ছিলেম, তারপর তাকে না দেখতে পেয়ে জাগ্রত হয়ে তোমাদের ডাকলেম—কিন্তু কৈ! আর তো তাকে দেখতে পাচ্ছিনি? সে যে অন্তর হ'তে আমার অন্তরে আশ্বাস দিয়ে চ'লে গেল।

কৈকেয়ী। কি স্বপ্ন দেখেছ দিদি?

কৌশল্যা। আহা!—

ধনুর্ধারী, মনোহারী, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
প্রাণারাম, অভিরাম, মোহন ত্রিভঙ্গঠাম॥
স্বপ্নাবেশে, যেন এসে, হেসে হেসে বলে গেল।
শোনো বাণী, মা জননি, তোর দুঃখ দূর হ'ল॥
কোথা গেল, হৃদি-আলো, প্রাণে ঢেলে সুধাধারা।
বল দিদি! হৃদি-নিধি, বিনে আমি দিশেহারা॥

কৈকেয়ী। দিদি! একটু স্থির হও, তুমি সত্বরেই পুত্রমুখ দেখে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করবে।

(পায়সপাত্র হস্তে দশরথের প্রবেশ)

দশ। মহিষি! আজ আমার জন্ম সফল—আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়াও সফল। তাই পুণ্যফলে দেবদ্বিজগণের আশীর্ব্বাদে যজ্ঞান্তে দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়ে আমার হস্তে এই দিব্য চরু প্রদান করে গেছেন। তুমি এবং রাজ্ঞী কৈকেয়ী সমাংশে বিভক্ত করে ভক্ষণ কোরো। তাহ'লে নিশ্চয়ই পুত্রধন লাভ করবে

সন্দেহ নাই। আমি আর বিলম্ব করবো না, যজ্ঞশালায় প্রত্যাগমন করে শান্তিকার্য্য আর কি অবশিষ্ট আছে দেখিগে।

[প্রস্থান।

কৌশল্যা। মা সর্ব্বমঙ্গলে! এত দিনে দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল মা! এস বোন কৈকেয়ি! অর্দ্ধাংশে তোমার অধিকার আছে, তুমি নিজাংশ গ্রহণ কর। (পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান)

সুমিত্রা। দিদি! আমি অতি দুর্ভাগিনী; আমার জীবনে আর ছার কি প্রয়োজন? নইলে আমার অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেননি কেন? দিদি! আমি তো তোমাদেরি দাসী, নিয়ত তোমাদেরি আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; তবে কোন্ পাপে আমি পুত্রধনে বঞ্চিত থাকবো? (ক্রন্দন)

কৌশল্যা। কেন বোন, তুমি কাঁদছো কেন? তুমি তো আমাদের ছাড়া নও। আমার ভাগের অর্দ্ধাংশ তুমি গ্রহণ কর; কিন্তু দেখো বোন, যদি তোমার পুত্র হয় তবে সে আমার সন্তানের সাথী হবে স্বীকার কর?

সুমিত্রা। দেবি! আমি তোমার দাসী। তুমি এই বর দাও দিদি, যেন আমার পুত্র তোমার পুত্রের ভৃত্যভাবে চিরদিন অবস্থান করে।

কৈকেয়ী। সুমিত্রে! তুমি যদি আমার নিকট একটী সত্য কর তাহলে আমিও আমার ভাগের অর্দ্ধাংশ তোমাকে দিই।

সুমিত্রা। দিদি! কবে আমি তোমাদের অবাধ্য হয়েছি বল? কি সত্য করবো বল, আমি এখনি প্রস্তুত আছি।

কৈকেয়ী। আমার চরুর অংশে তোমার যে সন্তান হবে, বল সে আমার সন্তানের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে?

সুমিত্রা। আচ্ছা দিদি, তাই স্বীকার করলেম।

(কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার)

গীত।

পুলক-আলোক ফুটিল, মানস-তামস টুটিল,
সুখের সরসে হেসে পরাণ ভাসিল।
অভাগীর চির আশা আজিরে পূরিল॥
তারাহার পরি গলে, উঠ শশি কুতূহলে,
কুসুমেরি পরিমলে হৃদয় মোহিল।
শুকাইয়ে আঁখিধারা মলয় বহিল॥

প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—ব্রহ্মলোক।

(ব্রহ্মা আসীন—উভয়পার্শ্বে সাবিত্রী ও গায়ত্রী)

সাবিত্রী ও গায়ত্রী। গীত।

নেহার নয়ন ভোরে পরব্রহ্ম বিধাতারে।
করুণা বরুণালয় বরণে অরুণ হারে॥
পরিধান রক্তবাস, মাধুরীপূরিত হাস,
তড়িত জড়িত পদ জীবগণে তারিবারে।
পরম পিতারে পাপি! পূজ প্রীতি-পুষ্পভারে॥

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। দেবগণ! একি! তোমাদের এমন বিরস-বদন দেখছি কেন? মুখভাবে দুঃখ যেন অঙ্কিত রয়েছে—হৃদয়ে যেন কি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছো। সুরপতি! সুরপুরে সমস্ত কুশল তো?

ইন্দ্র। পিতামহ! যন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হয়েছে বলেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দেবপতিকে যদি এত দুর্গতি ভোগ করতে হ'ল, তবে আর কি সুখে লোকে অমরবাস বাঞ্ছা করবে? হা বিধাতঃ। এই কষ্ট অনুভব করাবার জন্যই কি আমাদের সকলের অমরত্ব বিধান করেছেন?

ব্রহ্মা। কেন ইন্দ্র! এমন কথা বলছো কেন? তোমার কথা শুনে আমার যে নিতান্ত কৌতূহল হচ্ছে। দেবকুলে আজ কি সঙ্কট উপস্থিত, আমায় বল।

ইন্দ্র। হায় পদ্মযোনি! লঙ্কাপতি রাবণ আপনার বর-প্রসাদ প্রাপ্ত হয়ে দর্পভরে আমাদের পীড়ন করছে। আমরা কেহই তাকে শাসন করতে সক্ষম হচ্ছিনা। সেই দুর্ম্মতি এরূপ উদ্ধত হয়েছে যে ত্রিলোককে একেবারে উদ্বেগ-সাগরে নিমজ্জিত করে রেখেছে এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ব্রাহ্মণ ও ঋষি-গণের প্রতি সর্ব্বদা অত্যাচার করছে। তার অদ্ভুত বীর্য্যভয়ে সূর্য্য তার নিকট তাপপ্রদানে অক্ষম হয়ে লজ্জায় মলিনবদন—বায়ু তার পার্শ্বে প্রবাহিত হবার সময় যেন আয়ুহীন—সর্ব্বদা চঞ্চলতরঙ্গ সমুদ্র তাকে একবার নিরীক্ষণ করলে তৎক্ষণাৎ যেন নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন; কেহই তাহাকে জয় করতে পারেন না। ভগবন্! আপনি তার বধোপায় বিধান করুন, নচেৎ স্বর্গসিংহাসন আর থাকে না।

ব্রহ্মা। দেবগণ! আমার বরদর্পে দুরাত্মা এতদূর দুর্দ্দমনীয় হয়েছে, তাতো আমি পূর্ব্বে জানতেম না। যাই হোক, এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। সে পূর্ব্বে আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করে যে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা বা রাক্ষস কেহই

তাকে বধ করতে পারবে না। আমিও 'তথাস্তু' বলে প্রতিশ্রুত আছি। সে মনুষ্যকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে, সেইজন্য তৎকালে মনুষ্যের নামমাত্র উচ্চারণ করেনি; অতএব মনুষ্য হস্তেই তার নিধন সাধন হবে, অন্য কোনরূপে তার মৃত্যু নাই।

ইন্দ্র। তবে দেব! কি উপায়ে আমরা এ বিষম বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পাই, আপনি অনুগ্রহ করে তার উপায় উদ্ভাবন করুন।

ব্রহ্মা। ভয় নাই দেবগণ! চল সকলে মিলে কৈলাস-শিখরে দেবাদিদেব মহাদেব ও জগজ্জননী পার্ব্বতীকে আমাদের মনোবেদনা নিবেদন করি। ভূতভাবন ভবানীপতি এ ভীষণ ভাবনা-সাগর হ'তে আমাদের পার করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।